অভিশাপ

এম আর হাসান

একটা আঁকাবাঁকা রাস্তা শুরু হয়ে সরু চলে গেছে
দিগন্তে
এতো দূর
খপ করে জড়িয়ে ধরলো হাতটা ভয় পেয়ে
ঘুমে জড়ানো চোখ দুটো অবাক হয়ে দেখলো
কি হলো
এ কি হলো আজ তোমার
তুমি ভালো আছো তো
কোনো ব্যামো ব্যারাম হয়নি তো
সুস্থ আছো তো ?

অন্ধকারে আকাশে তাকিয়ে এতোটা বছর
দেখো না কয়লার চোখ দুটো কানামাছি হয়ে
ভন্ ভন্
কুষ্ঠ রোগী হেরে গেছে জানো ?
টিটাগড় গিয়ে দেখো জন-মানব হারিয়ে গেছে
আমায় দেখে -
মাদার টেরেসা একা বসে ভাবছেন
এ কি হলো !
নেবে ? নেবে ? নেবে চোখ দুটো আমার ?
খুলে দেবো ?
হাত পাতো
ওঃ মাঃ
এ কিসের পোড়া দাগ সুলতা
বিশ্বাস করে কাকে দিয়ে ছিলে উজাড় করে
হাত দুখানা ?
চাইনি গলা ধাক্কা-অপমান
সইতো না যে আমার ।

খোঁপা থেকে খসে যাওয়া ফুলটা সেইবার
ধূলো থেকে কুড়িয়ে
অলক্ষ্যে সেই কবেকার কোন এক আমি
আমি ই ছিলাম বটে
কে আছে ওমন পাগল আমার মতন
অতো ভালোবাসতো বলো ?
ফুলটা আছে তেমনি শার্টের বুক পকেটে

সেই থেকে
১৯৫২ র আন্দলনে গুলি লেগে
রক্তে রক্তে ভিজে গেছে
তিনবার 'লা ইলাহা ইল্লাল লাহু' পড়েছি
মরিনি
ফুল সমেত কাঁটা যেখানে হৃদয় থাকে
এ ফোঁড় ও ফোঁড় বেড়িয়ে আছে কিউপিড
খুলে নেবে ?
কতো আফসোস্ করে বললাম
প্রভু পারলে ? এতো কিছুর পরও ?

কি হলো তোমার
এ্যই
এ্যই চুপ করে যে
অবাক হয়ে দেখছো কি ?
ফেরৎ চাই তোমার আজ ?
দেবো ? ধূলো ঝেড়ে দেই
ফুহ্হহ্ ।
ওদিক করে বসো খোঁপায় গুজে দেই
এ কি
এঁ্য কি
এ কিসের ছ্যাঁকা ? কে দিলো পাষাণ ?
অভিশাপ দিইনি তো আমি
কার শাপে
কার মনে করে ছিলে বসতি
আরতি
আমার ভিখারিনী
এতোটা বছর তোমার জন্যেই অপেক্ষায় ছিলাম
আজন্ম ভিখারী আমি ।

২১ শে ডিসেম্বর ২০০৫ / সিডনি